Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

মিত্রলাভের আলোকে মানবিক মূল্যবোধ : বর্তমান প্রেক্ষাপটে

মহঃ মতিউর রহমান

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/26_MD-Matiur-Rahaman.pdf

সারসংক্ষেপ: বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো মূল্যবোধ। মনুষ্যত্বই মানুষের আসল পরিচয়। মূল্যবোধ না থাকলে সমাজে সামাজিক প্রাণী হিসেবে মানুষের পরিচয় দেওয়া লজ্জাজনক। মধ্যযুগ বা তার পরবর্তী সময় থেকে ধীরে ধীরে শুরু হয় মূল্যবোধের শিক্ষা। তাই গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষার প্রচার প্রসার বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থ সবচেয়ে জনপ্রিয় এক গল্পগ্রন্থ। তারই অনুকরণে নারায়ণ শর্মা 'হিতোপদেশ' রচনা করেন পাটলিপুত্র নগরের রাজা সুদর্শনের পুত্রগণকে শাস্ত্রাভিমুখী করার জন্য। সেই গ্রন্থের চারটি অধ্যায়ের অন্যতম অধ্যায় 'মিত্রলাভে' মূল্যবোধের যে আলোচনা নারায়ণ শর্মা করেছেন তারই প্রধান প্রধান শ্লোকগুলি (যেগুলি বর্তমান সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক) নিয়ে এই আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', মিত্রলাভ, মানবিক, মূল্যবোধ, নীতিকথা, রূপকথা

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যুগে উন্নতির শিখরে দাঁড়িয়ে আমরা। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার, আজ মানুষ প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে কেন প্রণীগণের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। আর সেই যুগে দাঁড়িয়ে মানুষ আজ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। যন্ত্র ছাড়া এক পাও চলতে পারেনা। বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। মানুষ যে শ্রেষ্ঠ জীব তার প্রমাণ কী শুধু যন্ত্র আবিষ্কারে? শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে মূল্যবোধের কী কোনো জায়গা নেই? ভুলে গেলে চলবে না আমরা মানুষ। আর মূল্যবোধই আমাদের পরিচয়। মানুষ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে 'মান' ও 'হুঁস' এই শব্দদুটি পাওয়া যায়। 'হুঁস' পশু, পাখি প্রত্যেকেরই রয়েছে। সবাই জানে আগুনের সংস্পর্শে অনিষ্ট ছাড়া অভীষ্ট কিছু নেই। কিন্তু মান সবার নেই একমাত্র মনুষ্যত্ব ধর্মবিশিষ্ট সেই প্রাণীরই থাকে যাকে আমরা মানুষ বলি। এই মান হারিয়ে মানুষ যখন বিরুদ্ধ আচরণ করে তখন সেই আচরণকারীকে সেই আচরিত পশুর সঙ্গে তুলনা করি।

যাইহোক আদিমযুগের পর থেকে মানুষ তার সত্তাকে চিনতে পেরেছে, জানতে পেরেছে তার আসল পরিচয়। খুঁজে পেয়েছে তার জীবন ধারা। ধীরে ধীরে হয়েছে সমাজবদ্ধ জীব, গড়েছে সমাজ। আর সমাজে বেঁচে থাকতে গেলে চাই নীতিবিদ্যার নিয়মনীতি। তাই প্রাচীনকাল থেকেই শাস্ত্রকারেরা নীতিবিদ্যার জন্ম দিয়েছেন। মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে যুগে যুগে আবির্ভাব হয়েছে ঋষি, মুনি, মহাপুরুষদের। যে নীতি পথ দেখিয়েছে সত্য, শিব ও সুন্দরের। যে নীতি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বে আসীন করেছে। সেই শ্রেষ্ঠত্ব কখনো বা মানুষকে দেবতার থেকেও উচ্চ শিখরে উন্নীত করেছে। 'চাঁদ সদাগরে'র কবিতা কবি কালিদাস রায়ের লেখনিতে ধ্বনিত হয়েছে —

"শিখাইলে এই সত্য, তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব;
দেব নয়, মানুষই অমর;
মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার'পরে,
দেব নয় মানুষই অমর"[১]

আবার কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন — "গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান"[২] আবার চণ্ডীদাস বলেছেন — "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"[৩]

তবে এত নীতি নীতি বলা হচ্ছে, এই নীতি কী? এই প্রশ্নের উত্তর হলো 'নয়তি ইতি নীতিঃ'। অর্থাৎ যা সুনির্দিষ্ট পথে চালনা করে তাই নীতি। এই 'নীতি' শব্দটি 'নী' ধাতুর সঙ্গে 'ক্তিন্' প্রত্যয় যোগ করে পঠিত হয়েছে। নী-ধাতুর অর্থ হলো নিয়ে যাওয়া আর 'ক্তি' প্রত্যয়ের অর্থ হলো করণ বা কর্তা। ফলে 'নীতি' শব্দের অর্থ হলো পথনির্দেশ বা পথনির্দেশক। সম্পূর্ণ অর্থ করলে হবে যে চিন্তা বা বিচার মানুষকে পথপ্রদর্শন করে তাকেই নীতি বলে। নীতি শব্দের স্থানে 'নয়' শব্দটিরও প্রয়োগ সম্ভব যা একই অর্থের দ্যোতনা করে। এই নীতি শব্দের অর্থ ব্যাপক। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি শব্দে যে নীতি শব্দের প্রয়োগে তা সাধারণভাবে শাসনধর্মের বৈশিষ্ট্য, সমাজ জীবনের সুসংহত ধারা, অর্থসম্পর্কিত নিয়মাবলী, ধর্মসম্পর্কিত আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে অর্থবোধ মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে। 'জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভি সমানাঃ'— এই জ্ঞানই মানুষের নিজস্ব বিশেষ সম্পদ। এই জ্ঞানের অভাবেই মানুষ পশুতে পরিণত হয়। আর তাই, মানুষের মনে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে, পারস্পরিক মৈত্রীভাব জাগ্রত করতে নীতি সম্বলিত সাহিত্যিক রচনার গুরুত্ব অনুভূত হয়েছিল। আর সৎশিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনের প্রয়োজন সর্বজন বিদিত।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি, সমাজ, সভ্যতা — সব কিছুই ধর্মকেন্দ্রিক। আর তাই প্রাচীন সাহিত্যও ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সদাচারের বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চারিত্রিক এই বিকাশের জন্য নীতি প্রচারের প্রচেষ্টা প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে কখনো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে কাখনো বা তা প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন করেছে। এই ধর্মবোধকে জাগ্রত করতে নীতি প্রচারের প্রবণতা 'উপনিষদ', 'পুরাণ', 'মহাকাব্য', 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি সাহিত্যিক রচনার মধ্যে দেখা যায়।

নীতিকথা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। নীতিকথা মানুষকে কুপথ থেকে সুপথের দিকে নিয়ে যায়। এই রকম 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মনুসংহিতা', 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে গল্পের ছলে নীতিশিক্ষা দান এ এক অভিনব সৃষ্টি। গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। মানুষ যেমন গল্প শুনতে ভালেবাসে তেমনি গল্প বলতেও। এই সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই গল্পের সৃষ্টি। প্রাচীনকাল থেকেই গল্পসাহিত্যের দুটি ধারা লক্ষ করা যায় — নীতিমূলক ও রূপকথামূলক। নীতিমূলক গল্পের আবার দুটি ভাগ রয়েছে — একভাগের চরিত্রগুলি মানুষ অন্যভাগের চরিত্রগুলি পশুপাখি।

এই পশুপাখি চরিত্রকে অবলম্বন করে নীতিমূলক গল্পগ্রন্থ হলো — 'হিতোপদেশ'। এর রচয়িতা পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা। এই 'হিতোপদেশ' অনেকখানি 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুকরণেই রচিত। মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির শাস্ত্রবিমুখ দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রদের নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করে তোলার জন্য পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থটি রচনা করেন, তেমনি পাটলিপুত্র নগরের রাজা সুদর্শনের কুপথগামী পুত্রগণকে শাস্ত্রাভিমুখী করার জন্য পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এছাড়াও এই গ্রন্থে আলোচিত মোট ৪৩টি গল্পের মধ্যে ২৫টি গল্পই 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে নেওয়া। কেউ-কেউ একে পঞ্চতন্ত্রের সংস্করণ বললেও তা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নয় — কারণ, 'হিতোপদেশ'এ বর্ণিত গল্পগুলির আকার, ক্রম, ও ঘটনাবিন্যাস 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে আলাদা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এছাড়াও গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন — "পঞ্চতন্ত্রাত্তথাণ্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে"[৪]। গ্রন্থটি মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি। পণ্ডিত নারায়ণ শর্মা কথাচ্ছলে বালকদের নীতি উপদেশ দিয়েছেন। আদর্শ বা দৃষ্টান্ত ছাড়া উপদেশ যে কার্যকর হয়না সে বিশ্বাস অবশ্যই তাঁর ছিল। বিশেষত অপরিণত বয়সের বালকদের মনে যে দাগ পড়ে, সেই সংস্কার কাঁচা মাটির পাত্রের দাগের মতোই দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই 'হিতোপদেশ'এর প্রস্তাবনা অংশে বলা হয়েছে —

"যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নাহন্যথা ভবেত্।

কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে ॥"[৫]

আর এই নীতি আজও সমাজের ধারক ও বাহক। তাই আমার আলোচ্য বিষয় মিত্রলাভের আলোকে মনুষ্যত্ববোধ : বর্তমান প্রেক্ষাপটে। এখানে আমরা দেখব 'হিতোপদেশ'এর মিত্রলাভে বর্ণিত নীতিগুলি বর্তমান যুগে কতটা প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আগেই বলেছি বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আর সেই যুগে দাঁড়িয়ে সময়ের মূল্য অপরিসীম। এই সময়কে ভালো কাজে অতিবাহিত করে যারা এগিয়ে চলে তারাই সফল হয়, আর যারা অযথা সময় নষ্ট করে তারা জীবনে ব্যর্থ হয় ও মূর্খ বলে গণ্য হয়। মিত্রলাভের প্রথমেই তাই বলা হয়েছে —

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন বা ॥"[৬]

ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করলে লক্ষ করা যায় যে মানুষ কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। আর গ্রন্থপাঠের দ্বারা জ্ঞান অর্জন হয় যার ফলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার বিকাশ ঘটে। এছাড়া শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা মানুষ শৃঙ্খলিত, মার্জিত ও অনুশাসিত জীবনযাপন করেন। অন্যদিকে যারা মূর্খ ব্যক্তি তারা সময়কে অতিবাহিত করেন ঘুমিয়ে, ঝগড়াকরে, মদ্যপান, পাশাখেলা ও বিলাসব্যসনে যাকে শাস্ত্রে ব্যসন বলা হয়েছে।

আবার খুব সুন্দরভাবে শাস্ত্রকার মানুষের স্বভাবের কথা বলেছেন। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' বলে যেমন কথা আছে তেমনি আবার বলা হয় 'অভাব যায় তবু স্বভাব যায় না।' স্বভাব এমনি এক জিনিস যার শুদ্ধি না করলে ধর্মশাস্ত্র অধ্যায়ন, বেদপাঠ সবকিছুই বৃথা। হিংস্র প্রাণীর স্বভাব যেমন ভয়ঙ্কর, ভালো বন্ধুত্বের পরও তার প্রতি যেমন বিশ্বাস করা যায় না তেমনি আবার উল্টোটাও অর্থাৎ যারা ভালো স্বভাবের তাদের কাছ থেকে সবসময়ই ভালোকিছু লাভ করা যায়। তিনি সুন্দর উদাহরণও দিয়েছেন —

"স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।"[৭]

আর এই স্বভাবের কারণে যারা বিশ্বাসযোগ্য নয় তার কথাও তিনি বলেছেন —

"নদীনাং শস্ত্রপানীনাং নখিনাং শৃংগিনাং তথা।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেবু চ ॥"[৮]

আমরা বাস্তবেও লক্ষ্য করি যে মানুষ সকলের স্বভাবই পরীক্ষা করে কিন্তু অন্যান্য গুণগুলি আর পরীক্ষা করে না।

বর্তমান যুগে মানুষ বড়োই অধৈর্য। তবে ধৈর্যধারী মানুষ জীবনে সফলতা ও শান্তি লাভ করে। একটি প্রচলিত কথা হলো — 'ধৈর্য্যের শতগুণ, অধৈর্য্যের কপালে আগুন।' বাস্তবিকই তাই আমরা ধৈর্য্য ধরতে ধরতে অধৈর্য্য হই ঠিক সফল হওয়ার আগে। যারা বিপদকালে অধৈর্য হয়ে পড়েন শাস্ত্রকারের মতে তারা কাপুরুষ। আর মহাপুরুষের বৈশিষ্ট্যে তিনি বলেছেন — বিপদকালে ধৈর্যধারণ, সম্পদকালে ক্ষমাপ্রদর্শন, সভাস্থলে বাক্ নিপুণতা, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন যশপ্রাপ্তিতে অভিলাষ শাস্ত্র আলোচনায় আসক্তি লক্ষ করা যায়।

বর্তমান সময় খুবই স্বার্থপরতার সময়। মানুষ চেনা বড়ো দায় স্বার্থ ছাড়া মানুষ একপাও চলে না। তবে এর মধ্যেও মাতা, পিতা ও বন্ধু নিঃস্বার্থভাবেই উপকার করে। বাকী সবাই কোনো না কোনো স্বার্থ চিন্তা করেই উপকারে আসে —

"মাতা মিত্রং পিতা চেতি স্বভাবাৎত্রিতয়ং হিতম্।
কার্য্যকারণতশ্চান্যে ভবন্তি হিতবুদ্ধয়ঃ ॥"[৯]

মিত্রলাভ নামক এই অধ্যায়ে উল্লিখিত 'চিত্রগ্রীব' ও 'হিবণ্যকের' বন্ধুত্ব সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগায়। বন্ধুত্ব বলতে কী বোঝায়, তা এই গল্প পাঠ না করলে বোঝা যায় না। ছটো হোক বড়ো হোক সব ধরণের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা উচিৎ। এই গল্প তারই অনুপ্রেরণা যোগায়। ইঁদুর (হিরণ্যক) ক্ষুদ্র হলে পায়রার (চিত্রগ্রীবদের) বিপদের সমাধান হয়ে উঠছিল। সমাজে মিলে-মিশে বন্ধু-ভাবাপন্ন হয়ে থাকায় বাঞ্ছনীয়

এই বার্তাই শাস্ত্রকার দিয়েছেন।

আমরা আমাদের প্রয়োজন বোধে ভালো বা খারাপ ব্যবহার করে থাকি যা কখনই কাম্য নয়। সুব্যবহার ও সুআচরণ প্রদর্শনে বিশ্ব ভাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। তবে কিছু কিছু সময়ে কিছু কিছু মানুষের প্রকৃত রূপ উদঘাটিত হয়। আপদকাল উপস্থিত হলে মিত্রকে, যোদ্ধাকে যুদ্ধকালে, সৎব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময়, সম্পদ ক্ষয়ে স্ত্রীকে ও দুর্দশার সময় বন্ধুকে —

"আপৎসু মিত্রং জানীয়াদ্যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিম্।
ভার্যাং ক্ষীণেষু বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্॥"[১০]

সত্যি আজও মানুষ চেনার এই মন্ত্রের জুড়ি মেলা ভার। তবে প্রকৃত বন্ধুর বর্ণনাও শাস্ত্রকার করেছেন —

"উৎসবে, ব্যসনে চৈব, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে, শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥"[১১]

আলো-অন্ধকার, দিন-রাত, প্রভৃতির মতো সুখ-দুঃখও একে অপরের পরিপূরক। আর এই সুখ-দুঃখ সকলকেই ভোগ করতে হবে। জীবনে কেউ শুধুই সুখভোগ করেছে এমন উদাহরণ অসম্ভব। একথা আমরা ভুলে যায়। সুখের উপলব্ধি অতিঅল্পই মনে হয়; আর দুঃখের দিন অতিবাহিত হতে চায় না। কিন্তু আসলে তা না দুঃখ আমরা চায়না তাই বেশিদিন স্থায়ী মনে হয় শাস্ত্রকার খুব সুন্দরভাবে বলেছেন —

"সুখমাপতিতং সেব্যং, দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবত্ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ, সুখানি চ॥"[১২]

এই জগৎ সংসারে আবালবৃদ্ধবনিতা অর্থের পেছনে অনুধাবন করে। যদিও অর্থের দ্বারা মানুষ অধিকাংশ কার্য সম্পাদন করতে পারে তবুও অর্থ কখনো শান্তি দিতে পারে না। একথা সত্য কারণ বলা হয় — 'অর্থই অনর্থের মূল'। তবুও মানুষ তার পেছনেই ধাবিত হয়। মানুষ দেশ-বিদেশ ঘুরে আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করে অর্থ উপার্জন করে। সেই অর্থ কোনো কারণে বিনষ্ট হলে দুঃখ হয়, আবার অনেক অর্থের প্রাপ্তি ঘটলে মানুষ বোধশূণ্য হয়, অর্থের বশবর্তী হয়ে আত্মীয়স্বজনকে বিনষ্ট করতে পিছুপা হয়না। তাই প্রতি পদক্ষেপে সমস্যাথাকায় অর্থ শান্তিদায়ক নয় —

"জনয়ন্ত্যর্জনে দুঃখং তাপয়ন্তি বিপত্তিমু।
মোহয়ন্তি চ সম্পত্তৌ কথমর্থাঃ সুখাবহাঃ॥"[১৩]

এইভাবে একের পর এক সুন্দর সুন্দর নীতিবাক্য দ্বারা সুসজ্জিত মিত্রলাভ সহ পুরোহিতোপদেশ গ্রন্থ। যার বাণী আজও সকলের মুখে মুখে কারো বা মননে ধ্বনিত হয়। এই সমস্ত বাণীর কারণেও হয়তো বইকে 'প্রকৃতবন্ধুর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. 'উৎস মানুষ পত্রিকা', সমীরকুমার ঘোষ (সম্পাদক), ৩৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭, সম্পাদকীয় অংশে
২. 'কবিতা সমগ্র', কাজী নজরুল ইসলাম, ভাষা-প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ২৪৯
৩. 'বৈষ্ণব কবিতা', শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা ৯, পৃ. ২
৪. 'হিতোপদেশ', 'মিত্রলাভ', কথামুখ, শ্লোক ৯
৫. ওই, শ্লোক ৮
৬. 'হিতোপদেশ', 'মিত্রলাভ', শ্লোক ১
৭. ওই, শ্লোক ১৭
৮. ওই, শ্লোক ১৯
৯. 'হিতোপদেশ', 'মিত্রলাভ', শ্লোক ৩৯

১০. ওই, শ্লোক ৭৬
১১. ওই, শ্লোক ৭৭
১২. ওই, শ্লোক ১৯২
১৩. 'হিতোপদেশ', 'মিত্রলাভ', শ্লোক ১৯৯

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আচার্য নারায়ণ রাম কাব্যতীর্থ, 'নারায়ণ পণ্ডিতের হিতোপদেশ', রামেশ্বর ভট্ট কর্তৃক অনুদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৫১
২. আচার্য ন্যায়াচার্য শ্রীকৃষ্ণবল্লভ, 'হিতোপদেশ-মিত্রলাভ ('কিরণাবলী' সংস্কৃত হিন্দী ব্যাখ্যা সহিত)', চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ২০১৮
৩. কপিলদেব গিরি, 'হিতোপদেশ-মিত্রলাভ (নারায়ণ বিরচিত)', কেশবদাস শাস্ত্রীকৃত ব্যাখ্যেয়, চৌখাম্বা ওরিয়ন্টাল, বারাণসী ও দিল্লী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৬৮১
৪. ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা', বুক ওয়ার্লড, ৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯, ঊনবিংশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬
৫. শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বৈষ্ণব কবিতা (দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য-বিশ্লেষণ)', এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯
৬. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ১৩, প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় মূদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৫
৭. আচার্য শ্রীশেখররাজশর্মা রেগ্মী, 'হিতোপদেশ-মিত্রলাভ (অশ্লীল অংশ বর্জিত)', চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, ২০২২

লেখক পরিচিতি: মহঃ মতিউর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।